ব্রত উদ্‌যাপন।

অশেষ-গুণবতী

শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর

বিষপানে প্রাণত্যাগোপলক্ষে

তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর বিলাপ।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ গুপ্ত দ্বারা

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত।

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ;— কলিকাতা।

১২৮৭ সাল।

উপহার।

হিংস্র কাল!

জগতে যাহাই সুন্দর তাহাতেই তোমার অধিক লোভ। যদি তিথিক্রমে কলানিধির পরিণতি না হইত তোমার সহজাত হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য মানবে এত দিন ধরিয়া দেখিতে পাইত না! পূর্ণ শশী এক তিথি মাত্র স্থায়ী! প্রস্ফুটিত কুসুম কএক দণ্ড মাত্র কমনীয়! বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হইলেই তাহাতে তোমার দৃষ্টি পড়ে!

এই পৃথিবীতে আমারও একটী পরম সুন্দর কুসুম-মুকুল ফুটিতেছিল। আশা করিতেছিলাম কুসুমটী চিরদিনই প্রস্ফুটিত থাকিবে। হঠাৎ তোমার তাহাতে দৃষ্টি পড়িল! ফুলটী ফুটিয়াই শুখাইয়া গেল! সেই শুষ্ক কুসুমের আর কি থাকিবে? তাহার রূপ গৌরব চিরস্থায়ী হইল না! তাহার গুণও কাহাকেও দেখাইতে পাইলাম না!

তবে কাল আমার অনুরোধ, কুসুমটী তোমার করে দিতে দিতে এই যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, অন্ততঃ কিছুকাল ইহা যাঁহারা আমার দুঃখে চিরকাল দুঃখী তাঁহাদের স্মরণপথে রাখিও।

মহিষাদল
লালবাগান
৩১ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীহঃ—

ব্রত উদ্‌যাপন।

আবার বসন্তে ফুটাইবে ফুল
ছুটিবে সৌরভ করিবে আকুল,
মেদিনী বিমান গগণ ঘেরিয়া
আমোদী পবন বেড়াবে বহিয়া,
মল্লিকা মালতী বেলা গন্ধরাজ
প্রফুল্ল উদ্যানে করিবে বিরাজ,
অলি দলে দলে গুঞ্জরি বেড়াবে
মঞ্জরী ঘেরিয়া কতই সাজাবে,
ছুটিবে নিকুঞ্জে কোকিলের ধ্বনি
মৃতদেহে প্রান পাইবে অমনি।
হতাশের দেহ প্রাণশূন্য জড়
সে দেহে কেনই পরাবে নিগড়

বিভবের ছায়া সংসার বাসনা
ফের কোন্ সাধে করিবে কামনা ?
আশার উৎসাহ মমতা-বন্ধন
প্রিয়া প্রাণ দিয়া করেছে খণ্ডন।
ফেটে যায় বুক বিদরে যে প্রাণ,
হায়রে কোথায় কোথায় সে স্থান
যথায় তাপিত এ দেহ জুড়াব
এ প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা মিটাব!
এই যে বেদনা মরণ সমান
ধুমে ধুমে ধুমে পুড়িতেছে প্রাণ;
কোথা গেলে মন হইবে সুস্থির ?
কেন রে বহেনা নয়নে নীর!
নয়নে বহিলে উজাসি হৃদয়
কতক সন্তাপ নিবারিত হয়।
এ জ্বালা কি আর কমিবার নয় ?
এরূপে এ দেহ কতই বয়।

হয় না এ দেহ কেন বা পতন
প্রিয়ে তোর সনে করি রে গমন।
অপরাধী ভেবে ত্যজিলি আমারে
সঙ্গে যেতে পেলে দেখাতাম তোরে
আমা হতে তোর বেদনা নয়।

কেন কেন প্রিয়ে কি দোষ পাইলে
কোন্ অপরাধে হেন দণ্ড দিলে,
এমন সুখের জীবন আমার
কোন্ মহা পাপে করি ছারখার
সুধার ভাণ্ডার গরলে ডুবালে ?
কেন কেন প্রিয়ে ছাড়িয়া গেলে ?

পুরুষের প্রাণ ঋতুচক্র মত
নিত্য নব ভাবে হ'ত পরিণত,
গ্রীষ্ম বর্ষা পরে শরৎ নিদাঘ
হেমন্ত না যেতে বসন্তের রাগ।

নবীন যৌবনে প্রেমের সঞ্চার,
সুখের সাগরে দিতাম সাঁতার ;
কুসুম মুকুল যেন প্রস্ফুটিত
প্রতিদিন নব বাসনা উদিত।
নূতন সোহাগে করিব সোহাগী,
নব অনুরাগে হব অনুরাগী।
কতই কল্পনা কত ছিল সাধ
কেন তাহে বিধি সাধিল বাদ !
আজি বা কোথায় গেল সে সোহাগ
তত প্রীতি স্নেহ তত অনুরাগ !
সাধের জীবনে বসন্ত যৌবন
না হইতে শেষ, করিছে দহন
বিরহ উত্তাপ কাল গ্রীষ্ম সম।
মধুর বৈশাখ হইল বিষম !
কভু বহে ধারা শ্রাবণের স্রোত
ভেদি বক্ষস্থল নহে নিবারিত।

শরৎ-মাধুরী পূর্ণিমার চাঁদ।
কেন সে শারদে ঘটিল প্রমাদ?
রাহু-গ্রাসে শশী—অবনী আঁধার,
আর কিবা শোভা আছে রে তার?
এখন আমার সে প্রিয়া কোথায়,
মন প্রাণ দিয়া পূজিব কাহায়,
কার মমতায় সংসার সেবিব
অকলঙ্ক হৃদে কলঙ্ক পুষিব?
এ ক্ষীণ হৃদয়ে প্রীতি স্নেহ রাশি
মমতায় যার হত গরীয়সী;
স্পর্শমণি মত যাহার সদ্গুণ
উত্তেজিত করি কত শত গুণ,
কঠিন পাষাণ কোমল করিয়া
প্রেমের অমৃত তাহাতে সিঞ্চিয়া
গড়েছিল এই আমার হৃদয়,
আজিকে দেখ সে পাষাণময়!

আছিল নির্জীব নিশ্চল জীবন
পশুর পরাণে করি উদযাপন
সুধিতাম শোধ জন্ম মৃত্যু ঋণ
নাইবা আসিত সুখের দিন।
নাই জানিতাম অমৃত-আস্বাদ
ঘটিত না তাহে এমন প্রমাদ,
হেন মনোক্ষোভ অশনিপ্রপাত
হৃদিবিদারক হতাশ-আঘাত!
এইত অবনী অসীম প্রমাণ!
অকিঞ্চিৎকর এর পরিমাণ
নাহি স্থান যাহে করিব প্রস্থান
হতাশা হইতে বাঁচাইতে প্রাণ।
হিমালয়-চূড়া সাহারা-উদর
কিম্বা সিন্ধু-গর্ভ এটনা-গহ্বর
শুনেছি যে স্থান অতি ভয়ঙ্কর
তাহতেও শূন্য আমার অন্তর!

কেহ যদি বসি এবরেষ্ট-শিরে
হতাশ-অন্তরে চাহে দিগন্তরে,
উত্তর দক্ষিণে কেন্দ্র কেন্দ্র হতে
গোলকের শেষ পশ্চিমে প্রাচীতে
তার পর সুধু শূন্যময় বাকী,
কি ভাবে ভবের ভীষণতা দেখি ?
অনন্ত অনন্ত—অসীম অসীম,
পারে কি দেখিতে সেই দৃষ্টি ভীম ?
পলকে নয়ন জ্যোতিহীন হয়
নিমেষে চেতনা হয়ে যায় লয়।
কিন্তু তাও ভাল তড়িতের মত
মুহূর্ত্তে জীবন হয় প্রতিহত!
এ যে জ্ঞান থেকে অজ্ঞান হৃদয়,
অনুতাপে সুধু হইতেছে ক্ষয়
পলকে পলকে দণ্ডে দণ্ডে দিনে
সপ্তাহে সপ্তাহে পক্ষে পক্ষে গুণে

মাসমাসান্তরে বৎসরে বৎসরে।
তিলে তিলে লয় হবে যুগান্তরে!
প্রত্যেক নিশ্বাসে পর্ব্বতপ্রমাণ
বাহিরায় ক্ষোভ, হৃদে নাহি স্থান!
বিঘত প্রমাণ এই বক্ষস্থল
অঙ্গুলি আঘাতে হয়ত নিশ্চল,
করহ ইহাকে শত শতখান
তার কোন্ স্থানে আছে এই প্রাণ?
মাংস-পিণ্ড কিম্বা শোণিতের গতি,
কি আকার প্রাণ কি তার প্রকৃতি?
এত ক্ষুদ্র বস্তু কেমনে কি কোরে
এতেক বিষাদ একত্রেতে ধরে!
আজি কেন প্রাণ এমন করিছে,
সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিছে ফিরিছে
কাঁদিছে হাসিছে ভাসিছে উল্লাসে
আবার উঠিছে ডুবিছে হতাশে?

কেন বা এরূপে এত হুহু করে
মানেনা সান্ত্বনা মুহূর্ত্ত তরে?
আমার নয়ন সুধা-উৎস ছিল
আজি কেন দুটী গরলে পূরিল!
হেরিতাম আগে এই মহীতল
প্রতি তৃণ পত্র হইয়া বিহ্বল,
অসীম সৌন্দর্য্যে ধরা পূর্ণ ছিল
আজি কেন এত শ্রীহীন হইল!
হায়রে আমার সে নয়ন নাই
তাদের যে জ্যোতি হারায়েছি তাই।
যে মণি পরশে আমার নয়ন
সব সুধাময় করিত দর্শন
সে পরশমণি প্রিয়ার বদন
এখন পুড়িয়া হয়েছে ছাই!
হায় এ নয়ন গরলে পূরেছে
শূন্য-প্রাণ-দেহ প্রিয়ারে দেখেছে

যে দেহে কখন নিশ্বাস লাগিলে
নিতাম তুলিয়া যত্নে বক্ষস্থলে ;
প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ অনুপম জেনে
অহঙ্কারী কত হইতাম মনে,
নখাগ্র হইতে কেশগুচ্ছ গুলি
প্রীতিপ্রদ মম নয়নে সকলি
হৃদয়ের ধন প্রেমের প্রতিমা
অমূল্য রতন মহা মনোরমা !
সে প্রতিমা মম কোথায় লুকাল ?
পূর্ণিমার চাঁদ রাহুতে গ্রাসিল।
হানিলরে হৃদে বিষাদের বাণ
কে হরিল মম প্রীতির নিদান।
কেন না পৃথিবী অতলে ডুবিল,
সাগর-সলিল আকাশে ছুটিল,
উঠিল অনল শিখা শতকোটী
শতেক ব্রহ্মাণ্ড গেলনাকে ফাটি,

মেরু কক্ষ বেড়ি মেদিনীমণ্ডল—
মরু গিরি সহ এই ধরাতল
গেল না মিলায়ে শূন্যময় হয়ে
শত কোটী কোটী যোজনে ধেয়ে ?
আছে সব ঠিক্, কেন চরাচরে
সুধুই প্রলয় আমার তরে ?
আছিল নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ
তাহাতে সহস্র নক্ষত্র বিকাশ,
ভক্তি স্নেহ মায়া সৌহার্দ্দ্য সদ্ভাব
প্রফুল্লতাময় আত্মীয়তা ভাব ;
তাহাতে উদিল প্রিয়ামুখশশী
সুধার তরঙ্গ উঠিল উচ্ছাসি।
রাহুতে গ্রাসিল কেন সে শশীরে
বিমল আকাশ ঘেরিল আঁধারে !
দারুণ বিরহ মরণ-যন্ত্রণা !
বাষ্পবারি-ভার হৃদয়ে ধরে না,

তাই স্রোতোবেগে নয়নে বহিছে।
আমার হৃদয়ে প্রলয় ঘটেছে!
আবার প্রভাতে অরুণ উঠিছে
আবার তেমনি মলয় বহিছে
সুখের ধরণী সোহাগে ভাসিছে
এখনো সকলি তেমনি আছে।
আমারি নয়নে সেই দৃষ্টি নাই
কোথা গেলে ফের সেই শক্তি পাই?
একবার ফিরে প্রিয়া যদি তোরে
দেখিবারে পাই ক্ষণেকের তরে,
পরে যাই হোক্ তাতে খেদ নাই
বরঞ্চ এ দেহ হউক ছাই।
উঃ হুঃ মরি মরি পাশরিতে নারি
মনে মন বাঁধা ছিঁড়িতে কি পারি!
তুমি ভ্রমবশে উন্মাদিনী হলে
অকারণে প্রাণ গরলে ত্যজিলে

বৃথা দোষী ভেবে অভিমানভরে
মজালে আমায় জীবন তরে।
কেন প্রাণেশ্বরি! মায়া কাটাইলে
জীবনের কথা মুহূর্ত্তে ভুলিলে,
নারিলে সহিতে সামান্য বেদনা,
মোর মুখ পানে কিছু চাহিলে না?
হায়রে কপাল! কার দোষ দিব?
আমার যন্ত্রণা কাহারে কহিব?
আমি কত সহি প্রিয়া জানিত না,
জানিলে কখন এমন হতনা!
অথবা কে জানে, দুখী দেখে মোরে
গোপনে গোপনে কাঁদিত অন্তরে!
সতীর গোচরে পতির বেদনা
দেখিতে না পেরে করিল কল্পনা
রাখিবে না প্রাণ পতিনিন্দা শুনে,
ত্যজিল জীবন গরল পানে।

অবলা সরলা যুবতীর প্রাণ
প্রেমের প্রতিমা ঔদার্য্যপ্রধান
কেনই সহিবে পতি অপমান
অবাধে মানিনী ত্যজিল প্রাণ!
কভু সাধ করে প্রিয়গলে ধরে
প্রেমভরে কত কেঁদেছে কাতরে,
মুহূর্ত্ত বিরহে নব অনুরাগে
কত ছলে ক্রোধ করেছে বিরাগে;
কভু নত শিরে পতির চরণে
বিলাস লালসে কুঞ্চিত নয়নে
দ্বিগুণ করেছে শতগুণ সাধ,
আশায় পেতেছে কতই ফাঁদ!
সোণার সংসারে গুণের গৃহিণী
হবে আত্মপর-প্রীতি প্রদায়িনী—
দয়া মায়া স্নেহে আদর্শ সবার,
হায়রে আমার ছিল অহঙ্কার

রমণীর কুলে উজ্জ্বল রতন
পরিব গলায় করিয়া যতন।
শ্রদ্ধা ক'রে তাই দেখাব সবারে
তত গুণবতী আছে কার ঘরে।
আমরি আমার প্রাণের প্রতিমা
অকলঙ্ক লক্ষ্মী সতী অনুপমা
কে হরিল আজি কাঁদাইল মোরে!
কে দিল গরল সুধার ভাণ্ডারে।
ধিক্ রে বিধাতা এই তোর বিধি
করে দিয়ে ফের হরিলি সে নিধি।
কুসুমের বনে অনল জ্বালিলি
কালফণী মুখে পক্ষিণী সঁপিলি!
সাধের হরিণী বাঘিনীর কোলে,
প্রফুল্ল নলিনী করী-পদতলে।
কেন রে কি পাপে হেন দণ্ড হল,
এ জীবন সুধু কাঁদিতে রহিল,

সাধের পৃথিবী সুখের জীবন
সকলি ঘুচিল শুধু দগ্ধ মন
আজীবন ছাই হইতে চলিল ;
হায় রে কপালে এই কি ছিল।
আজি প্রাণেশ্বরি ! গেল দশ দিন,
এখনো এ প্রাণ নহে সংজ্ঞাহীন,
আজো খাই পরি, সুখ-সেবা করি
আজো মনোমত বেশ ভূষা ধরি।
আত্ম মিত্রগণে তবু ভয় পায়
আমোদ ক্রীড়ায় নিয়োজিতে চায়।
এখনো তাদের অনুরোধ রাখি
বাহ্যিক কৌতুকে মনোদুখ ঢাকি।
কাপুরুষ তাই আজো বেঁচে আছি
দিনে দিনে তোরে ভুলিয়া যেতেছি !
মায়ার বন্ধনে আশা অভিলাষে
ফের স্থান দি-ই এ পাপ মানসে।

যাই না উন্মাদ হইয়া ধরায়—
যাই না প্রেয়সি গিয়াছ যথায়।
হায় প্রাণেশ্বরি! দেখিয়া দুর্দ্দশা,
দেখহ এখনো বাঁচিবার আশা—
ফের গৃহ ধন জীবন যৌবন
সেবিবার তরে মোহিত মন।
দেখ শূন্য হতে পুণ্যময় মনে
আছি চিরঋণী তব স্নেহ ঋণে
তবু মায়া করি না মরিতে পারি—
বহিতেছি শিরে সংসার টুকরী।
স্থবির জনক, ক্ষিপ্ত সহোদর,
তাঁহাদের তরে হতেছি কাতর;
তাই এত সহি, পাপ দেহ ধরি
ছাই ভস্ম খেয়ে উদর পূরি!
যাঁহাদের তরে দেশদেশান্তরে
সহিলাম দুখ এতদিন ধ'রে;

সংসার সেবিতে—অর্থের আশায়
দাসত্বের বেড়ী পরিলাম পায়।
জননী সোদর সোদরা বিয়োগ
কতই যন্ত্রণা করিলাম ভোগ।
ছিলাম উদাসী বিবাগীর প্রায়,
হব না সংসারী ছিল অভিপ্রায়,
সে সব ভুলিয়ে যাঁদের তুষিতে
হ'লাম সম্মত বিবাহ করিতে,
সেইত জনক সেই সহোদর
জননীর মত যাঁদের আদর ;
ঘুণাগ্রে যাঁদের কোন দুখ হেরি
অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে পারি
তাঁদের নয়নে অশ্রুধারা বয়—
প্রত্যেক প্রতিমা নিরানন্দময়।
স্নেহের প্রবাহ নয়নে নয়নে
শোকের শৃঙ্খল বাঁধা প্রাণে প্রাণে,

পাছে আমি কাঁদি এই ভয় ক'রে
মুখে হাসি হাসি কাঁদেন অন্তরে।
আমি তাও দেখে আনন্দিত হই।—
আমি যেন আর তাঁদের নই।
যে গৃহ কখন ছিল স্বর্গ-মত,
প্রবেশিলে প্রাণ আনন্দে পূরিত,
যার প্রতি কক্ষে—প্রতি পাদ স্থলে
ছিল মোর তরে পূর্ণ কুতূহলে
আজি সেই গৃহে পারি না পশিতে,
কোন দিকে আর পারি না চাহিতে।
যাহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া
রাখিলাম সাধে গৃহ সাজাইয়া
সে প্রতিমা আজি গেছে বিসর্জ্জন !
এখন সে গৃহ বিজন বন।
আজি গৃহে যাই চাহি দশ দিকে
মনে মনে কত ডাকি যে প্রিয়াকে,

প্রিয়া মম আর কেন দেখা দেবে?
এখন জীবন কাঁদিয়াই যাবে—
ছিন্ন ভিন্ন হবে পাপীর জীবন—
জ্বলিবে অন্তরে চির হুতাশন,
শূন্যময় হৃদে উন্মাদ আকারে
ফিরে হাহা ক'রে দেশদেশান্তরে
কভু উপার্জনে অর্থ আহরণে
মৌখিক আহ্লাদে ভাই বন্ধু সনে—
কভু বা কদর্য্য স্বভাবসেবায়
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি বৃত্তি সমতায়!
কিন্তু এই প্রাণ তবে তৃপ্ত হবে
প্রিয়ার মতন মরিব যবে!

আয় সেই দিন, আয় বিষ পানে
যাইব গিয়াছে প্রিয়া যেই স্থানে,
ত্যজিব এদেহ যাইব নিমেষে
শূন্যময় হয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে;

প্রিয়া মম প্রাণ ত্যজিল কি দুখে
একবার ফের জিজ্ঞাসিব তাকে—
একবার তারে হৃদয়ে ধরিয়া
কাঁদিব প্রাণের আশা মিটাইয়া;
একবার তার চরণে ধরিব,
হৃদয় বিদারি শেষ জিজ্ঞাসিব
কেন প্রাণেশ্বরি! কি দোষ পাইলে
কিবা অপরাধে এত দণ্ড দিলে?
কেন প্রিয়ে তব ছিল কি বেদনা,
কি অসহ্য জ্বালা? কেন জানালে না?
কি মনের দুখ ঘোর অভিমান
না পারি সহিতে ত্যজিলে প্রাণ?
আমিত ছিলাম চির অনুগত
আমাকে ত সব করাইতে জ্ঞাত।
উভয়ের দুখ উভয়ে শুনেছি
নির্জনে উভয়ে কতত কেঁদেছি?

নাহি বঙ্গদেশে স্নেহ প্রীতি মায়া
বাৎসল্য সৌহার্দ্দ সব ভ্রম ছায়া !
অকপট হৃদে সেবিতাম সদা—
স্নেহের বন্ধনে ভাবিতাম বাঁধা
ঘৃণাগ্রেও মনে হয়নি সন্দেহ
কপটতা পূর্ণ হবে এত স্নেহ !
এত মায়া প্রীতি নিমেষে ঘুচিবে
অসীম সমুদ্র মুহূর্ত্তে শুখাবে !
জন্ম জন্মান্তরে না জানি কাহারে
দিয়াছিনু কত বেদনা অন্তরে
নতুবা কেনরে এরূপে জীবনে
বিনা দোষে দোষে আত্মীয় স্বজনে !
প্রিয়া কি দোষিত ! তাওত জানি না
সম সুখ দুঃখ সহিত যাতনা
মনে মনে গাঁথা ছিলত বিশ্বাস
তাহার ভিতরে করিত কি বাস

হিংসা দ্বেষ ঘৃণা কদর্য্য কামনা ?
হায়রে কপাল তাওত জানিনা।
জানি না কেমনে ভাঙ্গিল কপাল
কি হেতু ঘটিল এঘোর জঞ্জাল।
বিভব বাসনা উচ্চ অভিলাষ
হলনা সফল হল হতাশ্বাস
তাই কি করিলে এই সর্ব্বনাশ।

হায় ধন পদ ঐশ্বর্য্য বিভব
বিদ্যা বুদ্ধি রূপ মর্য্যাদা গৌরব
অবনীর দেব নরকের শূর
সবে মম প্রতি হলিরে নিষ্ঠুর
না দিলি জীবনে একদিন তরে
তোদের প্রসাদে ভুষিতাম তারে
সরলা রমণী যদি না বুঝিত
সুধাময় সুখ কোথায় নিহিত

না হয় পূজিয়া তোদেরি পায়
সংসারের সুখে রাখিতাম তায়!
আসি নাই ভবে ধন ভাগ্য লয়ে,
জন্মি নাই পদে ঐশ্বর্য্যে বিষয়ে,
বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি তাতেও বঞ্চিত
বিধাতার বিধি নহি সন্তাপিত।
তবু জ্বলে প্রাণ করিলে শ্রবণ
কুটুম্বের শ্লেষ গর্ব্বিত বচন;
ধন অহঙ্কার মর্য্যাদার ভাণ
বিনীত অন্তরে বিঁধে যেন বাণ!
সহিলরে দেখ্ তোদেরো পীড়ন
জ্বলন্ত হৃদয়ে—আহুতি যেমন!
কি বলিব প্রিয়া ত্যজেছে জীবন
হয়েছে তোদের কামনা পূরণ
ধনীর সম্বন্ধ ধন মূলাধার
সেই ছাইভস্ম ছিলনা আমার

ছিল এক মাত্র সরল অন্তর
ভাবিতাম বুঝি তাহাই বিস্তর
অভিন্ন হৃদয়ে দেখিতাম সবে
ভাবিতাম বুঝি অভিন্নই হবে।
কে জানিত তদা তাহাদের মতি
মৌখিক মমতা কৃত্রিম প্রকৃতি ?
কিম্বা কেন আর বৃথা ক্রুদ্ধ হই
আত্মকৃত দোষ আপনিই বই !
ক্ষমা কর সবে নিঃসম্পর্ক ভাবে
আর এ পাষণ্ড নিকটে না যাবে।
রবে দূরে দূরে কাঁদিবে অন্তরে
যাহার সম্পর্ক সদা তার তরে
তোমাদের ঋণে আর নহে ঋণী,
যার ঋণ—সেই সুধেছে আপনি।
কেঁদে কেঁদে উঠে আমার হৃদয়
না পারি রোধিতে অশ্রুধারা বয়

শত শত সিন্ধু যেনবা উথলে
হতাশা তরঙ্গ বহে গণ্ডস্থলে!
প্রিয়া যদি হৃদি বলিত খুলিয়া
রেখেছিল কোন্ বিষাদ চাপিয়া
গুমে গুমে পুড়ে মরম বেদনা
কেনবা সহিত মরণ যন্ত্রণা!
না হয় কুপাত্র বলিত আমারে
নির্ধন বলিয়া ধন-অহঙ্কারে!
প্রিয়া কেন তায় করি অভিমান
বিষাদে করিল গরল পান।
আমা হতে ধনী আছেত জামাতা,
কত অলঙ্কারে সাজাইছে সুতা—
হয়েছে কি সুখী সে সব তনয়া?
তাহাদের সুখ ভ্রমের ছায়া!
আমার রমণী দুখিনী জীবনে
এই বলি আজ তাহার স্বজনে

অপঘাত দোষ অকাল মরণ
আমার উপর করেরে অর্পণ !
হায় প্রিয়ে ! যদি তিলেকের তরে
এখন আসিয়া দেখা দিতে মোরে,
দেখাতাম তবে বক্ষ বিদারিয়া
কত মনোক্ষোভে মরিরে পুড়িয়া !
আছিল যৌবন স্বপন মতন,
সুখনিদ্রা-বশে হয়ে অচেতন
দেখিতাম কত নবীন প্রমাদ,
নূতন নূতন হইত সাধ ;
নবীনা যুবতী উন্মাদিনী মত
নব অভিলাষে হবে অনুগত,
কভু প্রেম-ভরে অভিমান ক'রে
উথলিবে প্রাণ সোহাগ-সাগরে—
নাচিবে হৃদয় শতগুণ হয়ে
চুম্বিব অধরে বক্ষে তুলে লয়ে !

কভু পুষ্পবনে প্রস্তর আসনে
অঙ্গে অঙ্গ রাখি বসিব দুজনে ;
বিকসিত ফুলে করিয়া চিকণ
উভয়ে গাঁথিব মালা সুশোভন,
একে অন্য গলে দিব যত্নে তুলে
প্রেমের উল্লাসে প্রীতি-কুতূহলে !
বিলাসকাননে কুসুম যেমন
প্রিয়ার বদন করিব দর্শন !
প্রস্ফুট কুসুমে দলে দলে অলি
আসিবে বসিতে দিব করতালি,
লজ্জানতমুখী প্রিয়ারে হেরিয়া
জীবনের দুখ যাব পাশরিয়া।
কভু সরোবরে কমলিনী ব'লে
প্রিয়ারে বেড়িবে মরালের দলে,
প্রিয়া ভয় পেয়ে বাহু প্রসারিবে
মরাল ততই মৃণাল ভাবিবে,

আমি দূর হতে হাসিব কৌতুকে
প্রিয়া লজ্জা পাবে দেখিয়া আমাকে।
কভু পূর্ণিমায় প্রিয়া সনে আসি
সরোবর তীরে তীর্থোপরে বসি
একত্র হেরিব চাঁদেরে প্রিয়ারে,
চাঁদ সে কলঙ্কী, লাঞ্ছিব তাহারে।
চাঁদ হতে প্রিয়া কত গরিয়সী,
প্রিয়ার আনন অকলঙ্ক শশী!

আমরি সে দিন প্রিয়া তব সনে
কহি নাই কথা আজি হয় মনে,
ধৃষ্টতা করিয়া করি ছল-ক্রোধ
প্রিয়ে হে তাহারি দিলে কি শোধ?
কেন প্রিয়ে, কেন না বুঝিলে মন,
রহিলে না ক্ষান্ত দিনের মতন।
মুহূর্ত্তের চুকে গণিয়া প্রমাদ
এ জীবন তরে সাধিলে বাদ।

আজি প্রিয়ে তোরে কি বলিব বল
এখন বলিলে হবে বা কি ফল।
নির্ব্বোধ রমণি! ভাবিলি না মনে
কত ব্যথা দিলি আমার প্রাণে।
সহিলরে সতী সহিল যাতনা,
মিটিল তোহার মনের বাসনা।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে পতি আছে যত
আমা হতে কেবা হয় অনুগত?
মিলন অবধি এতদিন ধরে
"তুমি"ছাড়া"তুই"বলিনাই তোরে।
এই কি লো ধনি! তারি প্রতিফল?
আর কিবা তোরে বলিব বল।
আজি যদি প্রিয়ে থাকিতে জীবিত
দেখাতাম হৃদি করি বিদারিত;
হৃদয়ের কথা কত বা লিখিব
মরণ বেদনা কি রূপে বর্ণিব,—

প্রকাশিয়া বলি ভাষা নাহি তার,
বিদ্যা বুদ্ধি সব গেছে ছার খার।
আজো শত-কোটী শিখা ধূ ধূ করে
হুতাশন জ্বলে হৃদয় ভিতরে!
বলিব বলিব হৃদয় খুলিয়া,
কমাব বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া—
হলনা কমান হৃদয়ের ভার,
তোর সনে দেখা হলনা আর!
ছিলাম নীরব, রহিলাম তাই
যত দিন দেহ না হইছে ছাই।
হায় রে যে দিন! হায় লো মানিনি!
ভ্রমবশে হলি আত্মবিনাশিনী,
আমি যে সে দিন তোরি তুষ্টি তরে
হয়ে রক্তমুখী বাজারে বাজারে
মনের মতন কিনিতে ভূষণ
কতই উৎসাহে করিনু ভ্রমণ!

তুমি যে তখন কাটাইছ মায়া
কৃপাময়ী মহা হতেছ নিদয়া,
তা যদি ভাবিত এ পাপ হৃদয়
তাহলে কি হয় এতই প্রলয় ?
সোহাগীর প্রাণ সোহাগেই ভুলে
সুখের স্বপনে ছিল কুতূহলে—
সোণার মন্দির তাহে অকস্মাৎ
কে জানে হইবে অশনিপাত ?
পড়েছে পড়েছে বজ্র শতকোটী
আমার হৃদয় গিয়াছে ফাটি ;
আজি বাস্পময় দিক্ সমুদয়—
আশা অভিলাষ সকলি প্রলয়,
বাসনা বিষয়-মমতা মায়ায়
একত্রেতে চূর্ণ করিয়াছে তায় !
—এখন সংসার শুধুই আঁধার
অন্ধমত তাহে করি হাহাকার।

শুধু প্রাণেশ্বরি! পূর্ব্ব সংস্কারে
অচেতন মত ফিরি এ সংসারে!
হায় যদি পাই তব দরশন
এখনো যদ্যপি হয়রে মরণ!
হবে না কি প্রিয়ে, হবেনা কি আর
অনন্ত আঁধারে পূর্ণিমা আবার!
তুমি স্বর্গে রবে, আমি এ নরকে
কত দিন রব না হেরে তোমাকে?
দাও প্রিয়ে দাও আমাকে সে মতি,
বিষ পান করি, হই তব সাথী!
কাপুরুষ ব'লে নিন্দিবে সংসারে—
ভ্রাতৃপিতৃদ্রোহী হইব প্রকারে
তাহাতে কি ভয়? দেশদেশান্তরে
বলিবে মরেছে প্রিয়ার তরে!
আজি যদি প্রিয়ে না থাকিত মায়া,
স্থবির জনক, ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-জায়া,

কর্ত্তব্যবন্ধনে বাঁধা এ জীবন,
শত শত প্রাণ ইহার মতন
করিতাম তুচ্ছ, করিতে গমন
প্রেয়সি! যেখানে রয়েছ এখন!
হায় প্রিয়ে তুমি গিয়াছ যেখানে
সেখানেও কত থাকিবে যতনে;
নিয়তির গৃহে আত্মীয় স্বজনে
স্বর্গীয় আনন্দে প্রসন্ন মনে!
আমার জননী লইবেন কোলে
আদরিণী ক'রে পুত্রবধূ ব'লে
মম সহোদরা খুলি স্বর্গদ্বার,
আসিবে লইতে করি আগুসার,
তার স্নেহধারা বহিবে নয়নে
উভয়ের স্রোতে ভাসিবে দুজনে;
মম সহোদর দেবতা দুজন
করিবে তাঁদের চরণ দর্শন!

যে অগ্রজ প্রিয়ে তোমার বিরহে
আছেন সংসারে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে
তাঁর সম আর দুই জন তথা
শুনিলে তোমার মরণ-বারতা
মম দুখ ভাবি না জানি এখন
করিবেন দোঁহে কতই ক্রন্দন !
আরো তব প্রিয়ে সুখের সে স্থান
শান্ত হবে তব সন্তাপিত প্রাণ
হেরি পিতৃ-মুখ যাঁহার বিরহে
কাঁদিতে জীবনে প্রতি কথা লয়ে।
বলিও প্রেয়সি বলিও তাঁহাকে
তোমা-ধনে দান করিলেন যাকে
আজি সে পাতকী নারিল রাখিতে
হারায়ে সে ধন ফিরে পথে পথে।
বলিও তাঁহারে সাধু ভাবি যারে
রত্নময়ী কন্যা অর্পিলেন করে

আজি সে সাধুরে তাঁরি আত্ম পরে—
অতি তুচ্ছ করি নিন্দিছে সংসারে !
আরো বোলো প্রিয়ে, আমি ভুলিব না
যদিও সে ভাব রাখিতে দিবে না,
তাঁর মৃত্যুকালে যে প্রতিজ্ঞা করি
পিতৃ-হীন দলে আজো স্নেহে বরি !
অথবা প্রেয়সি কিছুই বোলোনা
মরমের কথা আর বলিব না !
বরঞ্চ কাঁদিও পিতার চরণে
মম হস্তে যত সহিলে জীবনে
বোলো প্রেমময়ি ! অভিমান ভরে
সাধ মিটাইয়া নিন্দিয়া আমারে !
থাকলো সুন্দরি ! থাক স্বর্গপুরে
আমার যন্ত্রণা সহুক্ আমারে !
তোমার বিরহ পরিতাপ দাহ
দারুণ হতাশ শোকের প্রবাহ

তাহার উপর লোক অপবাদ
আত্মীয়-গঞ্জনা সাধিবে বাদ্!
তুমি ভাগ্যবতী থাকলো আদরে
নিয়তির কোলে অমৃত আগারে!
আর হিংসা দ্বেষ মান অভিমান
সংসারের বিষে জ্বলিবে না প্রাণ
শান্তির আশ্রমে প্রেমের নিদানে
রহিবে মোহিত অনন্ত জীবনে
আমি পাপী তাই রহিলাম পিছে
এতই যন্ত্রণা বিষাদ মাঝে!
　খোল খোল দ্বার স্বর্গবাসীগণ
প্রিয়া মম ওই করিছে গমন
নবীনা ষোড়শী রূপে অনুপমা
সতীর আদর্শ প্রেমের প্রতিমা!
খোল খোল দ্বার যথা সতীকুল
স্বর্ণ অলঙ্কারে শোভায় অতুল

অলক্ত সিন্দূরে অমরা উজাসি
সতীত্ব গৌরবে স্বর্গে আছ বসি!
মম সতী ওই দর্প করি যায়
আগুসারি আসি লয়ে যাও তায়
দাও বসিবারে স্বর্ণ সিংহাসন
কর শত শ্বেত চামর ব্যজন
অপ্সরীর দল বীণাযন্ত্র লয়ে
শুনাও সঙ্গীত হৃদয় তুষিয়ে
নলিনী কোমল প্রিয়ার চরণ
তাহার সেবায় কর নিয়োজন
নবনীত-করা কিন্নরী দুজন
করুক্ প্রিয়ার শান্তি-বিনোদন!
কেঁদনা কেহই ধরাবাসীগণ
করো না প্রিয়ারে আর জ্বালাতন
কেহ কন্যা বলে কপট অন্তরে
কারু সহোদরা তাই হাহা করে।

প্রিয়া মম এবে আর কারু নয়
স্বর্গেরি কুসুম স্বর্গে শোভা পায়
আজি প্রিয়া মম সুখে নিদ্রা যাবে
কাঁদিলে কি তারে ফিরিয়া পাবে ?
অথবা আমি কি লিখিলাম এত
নির্ম্মম হৃদয় পাষাণের মত ?
কাঁদিবে না ধরা প্রিয়া নাম করি—
অবাধে সকলে যাইবে পাশরি।
মম গৃহ জন আত্ম প্রতিবাসী
তার নাম করি হবে না উদাসী ?
গুণের তুলনা উপমা করিতে
হবে না সে নাম আদর্শ ধরাতে ?
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বাজুক ভবনে
মহা সুধা নাম, শুনিব শ্রবণে,
জানি ত কাঁদিলে পাবনা ফিরিয়া
তবু কি কাঁদিতে যাইব ভুলিয়া ?

যত দিন যাবে ততই বাড়িবে
শোক অশ্রুধারা দ্বিগুণ হইবে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হৃদয় ভেদিব—
আবার কাঁদিব—আবার কাঁদিব !
কাঁদ কাঁদ সবে কাঁদ তার তরে,
জননী সোদর কাঁদরে কাতরে
আদরিণী সব ভগিনী তোমরা
কাঁদ হাহা করে হয়ে 'মহা'-হারা !
আমিত কাঁদিব চির দিন ধরে
উদাসীন হব প্রিয়া নাম করে।
কাজ কি জীবনে ঐশ্বর্য্য বিভব
বিদ্যা বুদ্ধি পদ সম্মান গৌরব ?
অবশিষ্ট আয়ু করিতে যাপন
আবার কিসের হবে প্রয়োজন ?
সাধের অবনী এত শোভাময়
তাহাতে ভ্রমিব হইয়া নির্ভয়

কারু মায়া নাই স্বাধীন সদাই
'মহা' মহামন্ত্র জপিব তাই।
না রহিব ঘরে তনু বাঁধা দিয়া,
যথা ইচ্ছা যাবে যাইব চলিয়া,
রবে না জীয়ন্তে বাসনা বালাই
সংসারের সুখে পড়িবে ছাই।
এত দিন ধরে করিয়া যতন
করিলাম 'মহা' মন্ত্রের সাধন
আজি কাল-করে করি সমর্পণ
করিলাম প্রেমব্রত-উদ্‌যাপন।